ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে।

ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই নিশ্চিতভাবে জানি না। ভাষাচর্চার সুচনাকাল থেকে ভাষা কীভাবে এলো তা নিয়ে নানা কল্পনা নানা অনুমান হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, এক পণ্ডিতের অনুমান অপর এক পণ্ডিত মুহূর্তে খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে অনুমান ও পাল্টা অনুমান হয়েই চলেছে, বিশ্বাসযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত করা যায়নি। ফলে ভাষার উৎপত্তির বিষয়টা অদ্যাবধি একটা কঠিন সমস্যা হয়ে রয়েছে।[২২]

তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত– পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই ভাষার অধিকারী এবং এই ভাষার কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের ভাষা তার সৃজনশীলতা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশেরও প্রধান উপায়।

ভাষার উৎস নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে গ্লটোগনি (Glottogony) বা গ্লসোগেনি (Glossogeny) বলে। ভাষার উৎপত্তি নিয়ে বহু যুগ ধরে গবেষণা চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাষার সৃষ্টির নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর অন্যতম কারণ হলো ভাষার অস্থিরতা ও পরিবর্তনশীলতা। প্রকৃতির মতোই ভাষাও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয়। যেমন– হাজার বছর আগে প্রকৃতি কেমন ছিল তা আমরা পুরোপুরি জানি না, তেমনি লক্ষ বছর আগে ভাষা কেমন ছিল তা অনুমান করাও কঠিন।

ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতামত

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজারের কাছাকাছি। তবে মূল আলোচ্য বিষয় হলো– এই বিপুল সংখ্যক ভাষার উৎপত্তি কীভাবে হলো?

ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। চার্লস ডারউইন ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন–

"ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দ, প্রাণীদের আওয়াজ এবং মানুষের স্বভাবজাত উচ্চারিত ধ্বনির অনুসরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে।"

ভাষার উৎপত্তি নিয়ে প্রধান দুটি তত্ত্ব হলো–

১. অবিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (Continuity Theory)

এই তত্ত্ব অনুসারে, ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ছিল ধীর এবং ধারাবাহিক। অর্থাৎ, ভাষা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, মানুষের বিবর্তনের সাথে সাথে এটি ধাপে ধাপে গঠিত হয়েছে। প্রাচীন মানুষ মৌখিক ভাষার আগেও বিভিন্ন ইশারা, সংকেত এবং ধ্বনি ব্যবহার করত, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত হয়ে ভাষায় পরিণত হয়েছে। ভাষার বিবর্তন হাজার বছরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফল।

---

২১. Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University Press.

২২. Ovishake Sen et al., "Bangla Natural Language Processing: A Comprehensive Analysis", arXiv:2105.14875

২. বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (Discontinuity Theory)

এই তত্ত্ব মতে, ভাষার উৎপত্তি একটি নির্দিষ্ট সময় ও ঘটনায় হঠাৎ ঘটে। ভাষা একটি জটিল এবং অনন্য মানবিক দক্ষতা, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। তাই ধারণা করা হয়, মানবজাতির বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং এটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ভাষার উৎপত্তি একবারই ঘটেছিল, একাধিকবার নয়। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গঠনগত মিল, সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং সর্বজনীন রূপকতা এই তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেয়।

ভাষার উদ্ভব অনুসন্ধানের চ্যালেঞ্জ

ভাষার উৎপত্তি গবেষণা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ–

- **ভাষার কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন নেই:** ভাষা ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।
- **প্রাচীন ভাষার কোনো সরাসরি নিদর্শন নেই:** হাজার বছর আগের ভাষার কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায় না।

- **প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সীমাবদ্ধতা:** বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে ভাষার উৎপত্তির সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুরূপ প্রত্যক্ষ কোনো সূত্র পাননি।

১৮৬৬ সালে প্যারিসের ভাষাতাত্ত্বিক সোসাইটি (Linguistic Society of Paris) ভাষার উৎস নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ করেছিল, কারণ গবেষকদের অনুমানভিত্তিক মতামতগুলোর মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি ছিল। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, অনেক বিজ্ঞানী ভাষার উৎস ও বিবর্তন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

ভাষার উদ্ভব: ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ

প্রায় ৮০ লাখ বছর আগে আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে মানুষের পূর্বপুরুষরা বসবাস করত। তাদের জীবনযাপন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তারা ধ্বনি ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝাপড়া করতে শুরু করেছিল। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি মানুষের চিন্তা, আবেগ, ইতিহাস এবং সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ[২৩]। ভাষার উদ্ভবের প্রতি দার্শনিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নানা মত ও তত্ত্ব রয়েছে।

১. প্রাথমিক মানব ও ভাষার প্রাথমিক ব্যবহার: প্রায় ৮০ লাখ বছর আগে আফ্রিকার জঙ্গলে মানুষের প্রাথমিক ধ্বনি এবং শরীরী ইঙ্গিত ব্যবহার শুরু হয়েছিল, যা মূলত ক্ষুধা, সতর্কতা, আনন্দ বা ভয় প্রকাশের জন্য।[২৪] প্রাইমেটের আচরণের বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিম্পাঞ্জি এবং অন্যান্য প্রাইমেট নির্দিষ্ট ধ্বনি ব্যবহার করে সতর্কবার্তা বা সংযোগ তৈরি করতো। এটি ভাষার প্রাথমিক সামাজিক ও আবেগমূলক ভূমিকা নির্দেশ করে।

২. ধর্মীয় বা দেবতামূলক মতবাদ: প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ভাষা ব্রহ্মার আশীর্বাদে উদ্ভূত এবং এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৫] প্রাচীন মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতায়ও ভাষাকে দেবতার উপহার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মতবাদ ভাষার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গুরুত্বের প্রাথমিক ধারণা দেয়।

৩. প্রাকৃতিক উৎপত্তির মতবাদ: ভাষা মানুষের স্বাভাবিক আবেগ এবং প্রাথমিক চাহিদার প্রকাশ থেকে উদ্ভূত, যেমন ক্ষুধা, আনন্দ বা ভয়।[২৬] গ্রিক দার্শনিকরা ভাষাকে মানবচিন্তার স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে দেখেছেন। ধীরে ধীরে এই ধ্বনি শব্দ এবং বাক্য হয়ে বিকশিত হয়। এটি ভাষার প্রাকৃতিক ও বিবর্তনমূলক দিক তুলে ধরে।

৪. সামাজিক বা চুক্তিমূলক মতবাদ: ভাষা সমাজের প্রয়োজনীয়তার ফলে উদ্ভূত, যেখানে মানবগোষ্ঠী বোঝাপড়ার জন্য সাধারণ প্রতীক এবং শব্দ গ্রহণ করে।[২৭] প্রাথমিক মানবগোষ্ঠী খাদ্য, আশ্রয় বা বিপদের তথ্য আদান-প্রদানে নির্দিষ্ট শব্দ তৈরি করেছিল। এটি ভাষার সামাজিক কার্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

---

২৩. Sapir, Edward, Language: An Introduction to the Studz of Speech, Project Gutenberg, 1921

২৪. Hockett, Charles F., "The Origin of Speech," Scientific American, 1960

২৫. বৈদিক ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় উৎস

২৬. Aristotle, Politics and Poetics, প্রাচীন গ্রিক দর্শন

২৭. Radcliffe-Brown, A.R., Structure and Function in Primitive Society, 1952

৫. মনস্তাত্ত্বিক উৎপত্তি মতবাদ: ভাষা মানুষের মস্তিষ্কের জটিল কাঠামো এবং চিন্তাশক্তির বিকাশের ফল।[২৮] মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া প্রাথমিক ধ্বনি থেকে নিয়মিত শব্দ ও বাক্য গঠনে সাহায্য করেছে। এটি দেখায় যে ভাষার বিকাশ কেবল সামাজিক প্রয়োজন নয়, বরং মানুষের মানসিক কাঠামোর ফলাফল।

৬. নৃতাত্ত্বিক ও জীববৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট: মানব ও প্রাইমেটের ধ্বনি ও ইঙ্গিত ব্যবহার প্রায় একই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[২৯] নৃতাত্ত্বিক গবেষণা প্রমাণ করে, মানুষের শারীরিক কাঠামো, মস্তিষ্কের ভাষা কেন্দ্র এবং সামাজিক কাঠামো ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭. বিবর্তন ও ভাষার জটিলতা: প্রাথমিক ধ্বনি থেকে নিয়মিত শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য, বাক্য থেকে জটিল ভাষা বিকশিত হয়েছে; যা সময়, সমাজ এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।[৩০] প্রাগৈতিহাসিক গবেষণায় দেখা যায়, ভাষার বিবর্তন এক বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া।

৮. মিলিত তত্ত্বের প্রয়োগ: ভাষার উদ্ভবের ব্যাখ্যা একক তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়; ধর্মীয়, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান একত্রে ভাষাকে উদ্ভূত করেছে।[৩১] প্রাথমিক মানবের ধ্বনি আবেগ থেকে আসে, সামাজিক চাহিদা এবং মস্তিষ্কের জটিলতার কারণে তা নিয়মিত ভাষা ও ব্যাকরণে রূপান্তরিত হয়েছে।

৯. ভাষা ও সভ্যতার সমন্বয়: ভাষার উদ্ভব এবং বিকাশ মানুষের সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভাষা ছাড়া সামাজিক নিয়ম, ইতিহাস, আইন, শিক্ষা বা ধর্মের ধারাবাহিকতা অচল। ভাষা চিন্তা ও জ্ঞানকে আকার দেয় এবং সভ্যতার বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।[৩২] ভাষার ইতিহাস বোঝার মাধ্যমে আমরা মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতির গভীরতা অনুধাবন করতে পারি।

ভাষা উদ্ভূত হয়েছে প্রাথমিক আবেগ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক চাহিদা এবং মস্তিষ্কের জটিলতার সমন্বয়ে। প্রায় ৮০ লাখ বছর আগে আফ্রিকার জঙ্গলে মানুষের ধ্বনি ব্যবহার থেকে শুরু করে, প্রাথমিক প্রতীক, শব্দ, বাক্য এবং আজকের জটিল ভাষা– সবই বিবর্তিত হয়েছে মানব সভ্যতার প্রক্রিয়ায়। ভাষার উদ্ভব বোঝার মাধ্যমে আমরা মানুষের চিন্তা, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গভীরতা অনুধাবন করতে পারি।

নোয়াম চমস্কির মতবাদ

২০তম শতাব্দীতে ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন। তার মতে–

মানুষের মস্তিষ্কে একটি অন্তর্নিহিত ভাষিক ক্ষমতা (Innate Language Ability) বিদ্যমান, যা জন্মগতভাবে পাওয়া যায়।

শিশুদের ভাষা শেখার দক্ষতা স্বাভাবিক ও সহজাত, কারণ এটি তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্যের অংশ।

ভাষার বিবর্তন গবেষণা করা কঠিন, কারণ এটি কেবল মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ফল।

ভাষার উৎস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা

ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করেছেন। কিছু গবেষণা থেকে জানা যায়–

নিয়ান্ডারথাল (Neanderthal) মানুষেরা মুখনিঃসৃত ভাষা ব্যবহার করতে পারত না, কারণ তাদের স্বরযন্ত্র মানুষের মতো ছিল না।

আধুনিক মানুষ (Homo sapiens) গঠনগতভাবে ভাষার জন্য উপযুক্ত বাগ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে।

প্রাচীন গুহাচিত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ভাব প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করত।

---

২৮. Chomsky, Noam, Szntactic Structures, 1957
২৯. Lieberman, Philip, Human Language and Our Reptilian Brain, 2000
৩০. Mithen, Steven, The Prehistory of the Mind, 1996
৩১. Tomasello, Michael, The Cultural Origins of Human Cognition, 1999
৩২. Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University Press

ভাষার উৎপত্তি নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানা। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে একথা নিশ্চিত যে, ভাষার উদ্ভবের ফলে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক হয়েছে এবং এটি মানবসভ্যতার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

NABARUN PUBLICATION